Gmail

Ucaliptas <ucaliptas909@gmail.com>

গল্প-৫: নদী

1 message

Mohammad Sheikh Zohurul Islam <mszi065045@gmail.com> Fri, Nov 29, 2024 at 3:01 PM
To: ucaliptas909@gmail.com

ভোরের আলো ফুটেছে। সূর্য তার কিরণ ঢালতে শুরু করেছে। সকালের হালকা - উষ্ণ রোদের আমেজ গায়ে মাখতে তিস্তার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন।

তিস্তার পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা সে ব্যক্তির নাম প্রতুল।

প্রতুল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে দিগন্ত বিস্তৃত নদীর দিকে। সোনালী রোদের আলোয় নদীর পানি এখন আরো স্বচ্ছ হয়ে গেছে। নদী তীরের বালিগুলোও যেনো চিকচিক করছে।

হিমালয় থেকে নেমে আসা এই নদী যেন তার শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের সমস্ত স্মৃতিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিস্তা প্রতুলের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার পুরো জীবনটাই এই নদীর সঙ্গে জড়িত। একদিকে তার বাবার কৃষিজমি। অন্যদিকে মাছ ধরার নৌকা। সবশেষে তাদের ছোট্ট কুঁড়েঘরটা।

তিস্তা নদীটা যেনো পুরো গ্রাম এবং গ্রামের মানুষের শিরায় শিরায় জড়িয়ে আছে। গ্রামের মানুষজন এই নদীর ওপর নির্ভরশীল। বর্ষার সময় নদী ফুলে ফেঁপে ওঠে। তখন সে ধারণ করে তার ভয়ংকর রুপ। আর শীতকালে যখন শুকিয়ে যায়, তখন একে মনে হয় যেনো আশি কিংবা নব্বই বছরের কোনো বৃদ্ধের ক্ষীণ দেহ।

তিস্তা যেমনই হোক, প্রতুলের কাছে তবুও সে যেনো তার নিজের মায়ের মতোই আপন। তিস্তা তার খুবই কাছের বন্ধু। আর এই নদীর সঙ্গেই তো প্রতুলের সুখ-দুঃখের হাজারো স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

প্রতুলের দিনগুলো কাটে খুব সাধারণভাবে।

সকালে রোদ ওঠার আগেই যখন গ্রামের মানুষরা কাজের জন্য বেরিয়ে পড়ে। তখন প্রতুলও বের হয়। নৌকা নিয়ে নদীতে চলে যায় মাছ ধরতে। তার মায়ের দরদ-মাখা মুখের ক্লান্তি আর ছোট ভাই-বোনদের চাহিদা তাকে প্রতিদিন নতুন উদ্যমে কাজ করতে বাধ্য করে।

প্রতুলের বাবা নেই।

ছোট বেলার এক ভয়াবহ বন্যার কথা মনে পড়ে যায় প্রতুলের। প্রতুলের তখন দশ বছর বয়স। ভাদ্রের শেষের দিকে তখনকার এক ভয়ংকর বন্যায় তার বাবাকে হারায়। আচমকা বন্যার পানির তীব্র স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার বাবাকে। কয়েকদিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ভোগার কারণে শরীরটা প্রায় ভেঙে পড়েছিলো প্রতুলের বাবার। প্রকৃতির নির্মম আচরণের বিপরীতে সংগ্রাম করে বাঁচার সবরকম চেষ্টাই করেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি অত্যন্ত দূর্বল শরীর ও ক্ষীণ স্বাস্থ্যের অধিকারী তার বাবা। পরে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেছে তার আর কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া যায় নি। বাবাকে হারানোর পর থেকে প্রতুলই পরিবারের একমাত্র ভরসা।

প্রতুল যখন তিন বছরের, তখনও এক ভয়াবহ বন্যা হয়েছিলো। সেই বন্যাতে তার দাদা ও বড় কাকা মারা যায়। সেবার বন্যা ভয়াবহতা এতোটাই তীব্র ছিলো যে, প্রতুলদের গ্রামসহ আশেপাশের দশগ্রামের প্রায়

বাবার হারিয়ে যাওয়ার স্মৃতি মনে পড়তেই প্রতুলের চোখ দুটো ছোটো হয়ে আসে। পানিতে ছলছল করে উঠে। কোটরে ঢুকে যায় যেনো। কান্না ধরে রাখতে পারে না। দিগন্ত বিস্তৃত নদীর দিকে তাকিয়ে ভাবে, "যদি বাবাকে ফিরে পেতাম, কতই না সুখের হতো দিনগুলো! আবার সবাই মিলে সুখে থাকতে পারতাম।"

এখন বিকাল।

আজকের বিকালটা একটু অন্যরকম। প্রতুল বেশিরভাগ সময় সকালেই নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে বের হয়। আবার মাঝে মাঝে বিকালেও বের হয়। আজ সে বিকালে নৌকা নিয়ে বের হয়েছে।

নদী শান্ত হয়ে আছে।

তিস্তার এই শান্ত শীতলতা যেনো আরও গাঢ় হয়ে আছে। নদীর দুই পাড় অসংখ্য গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ ছিলো। বন্যা ও ঝড়ের তান্ডবে অনেক গাছ নদী গর্ভে হারিয়ে গেলেও, এখনো অনেক গাছ দুই তীরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। পাখিরা সেই গাছগুলোতে বসে মিষ্টি সুরে গান গাইছে। পাখির কলকাকলি যেনো চারপাশকে মুখরিত করে রেখেছে। গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ছে নদীর পানিতে। ঝড়া পাতাগুলো নদীর পানির সঙ্গে মিশে এক গভীর মিতালি তৈরি করছে।

প্রতুলের মনে হলো, নদী যেনো আজ তাকে কিছু বলতে চাইছে। হয়তো কোনো পুরনো কথা কিংবা কোনো রুপকার গল্প। অথবা কোনো না বলা গল্প।

প্রতুল নৌকা নিয়ে নদীর মাঝখানে চলে গেলো। নদীর মাঝখানে গিয়ে প্রতুলের মনে হয়, অন্যদিনের চেয়ে ঢেউ যেনো আজ একটু বেশিই শান্ত। খুব কোমল মনে হয় তার কাছে। যেনো কোনো কোলাহল নেই। আর সেই সাথে তার এটিও মনে হলো, বাতাসে নদীর দুই পাশের গাছগুলোর পাতা যেভাবে নড়ছে, তা দেখে মনে হচ্ছে বাতাস খুব ভালোই বইছে। কিন্তু নদীর মাঝে বাতাসটা যেনো ততোটা বেশি মনে হচ্ছে না। তার গায়ে বাতাস তেমন একটা লাগছে না। মৃদু বাতাসের তালে তালে তার নৌকা চলতে থাকে।

প্রতুল নৌকা নিয়ে যখন নদীতে মাছ ধরতে যায়, তখন তার খুব ভালো লাগে। আর তার জালে যখন মাছ ধরা পড়ে, তখন তার মনে খুশির বন্যা বয়ে যায়। চোখে মুখে আনন্দ ঝিলিক দিয়ে উঠে। তার জালে আটকা পড়ে তাজা মাছগুলোর চোখের বিহ্বলতা, আতঙ্ক - হতাশা যেনো প্রতুলের আনন্দ বাড়িয়ে দেয় কয়েকগুণ। নদীর বুকে ভাসতে প্রতুলের বড় ভালো লাগে। যতোক্ষণ নদীর বুকে থাকে, তার কাছে মনে হয় সে যেনো তার মায়ের বুকেই আছে।

অন্যদিন মাছ ধরতে এসে প্রতুলের খুব ভালো লাগলেও আজ যেনো সে একটু উদাস। বিষন্নতা যেনো ওকে আজ গ্রাস করে আছে। আজ মাছও পেয়েছে ভালোই। কিন্তু তারপরেও কেমন যেনো আনমনে দেখাচ্ছে তাকে। ফেলে আসা দিনগুলোর কথা প্রতুলের মনে পড়ছে বারবার।

ছোটবেলায় এই নদীর তীরে সে আর তার বন্ধুরা কত খেলে বেড়িয়েছে। দলবেঁধে তাদের নদীতে গোসল করা, কত চিৎকার-চেঁচামেচি, হাসি-তামাশা। কলার ভেলা বানিয়ে নদীতে ভেসে বেড়ানো এসব আজ তার খুব মনে পড়ছে। এসব আজ শুধু গল্প হয়ে গেছে। নানান গল্পের মধ্যে দিয়েই বয়ে গেছে সেইসব রঙিন দিনগুলো। তখন তারা ভাবতো না জীবনের দায়ভার, ভাবত না বড় হয়ে তাদেরকে কত কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। এই নদী যেনো সেইসব দিনগুলোর সাক্ষী হয়ে আছে।

বিকেল গড়াতেই প্রতুল তার নৌকা নিয়ে ফিরে আসে বাড়ির কাছের ঘাটে।

মাছগুলো গলুইয়ে রেখে আনমনে কিছুক্ষণ নদীর পাড় ধরে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে তার মনে পড়ে যায় মিতার কথা।

মিতা প্রতুলের ছোটবেলার বান্ধবী।

ছোটবেলা থেকে তারা একসাথে বড় হয়েছে। সে মিতার সাথে একই স্কুলেই পড়তো। তারপর বাবার মৃত্যু হওয়াতে আর তার পড়া হয় নি। মিতারও বাবা নেই। তার মা শুধু বেঁচে আছে।

ওরা দুইজন একসাথে হেসেখেলে বড় হলেও জীবন একসময় দু'জনকে ভিন্ন পথে নিয়ে গেছে।

মিতা শহরে চলে গেছে। তার ফুপু তাকে সেখানে নিয়ে গেছে। সে এখন শহরের এক কলেজে পড়ছে। অন্যদিকে প্রতুল এখানেই রয়ে গেছে। এই গ্রামে, তিস্তার পাড়ে। অনেক দিন ধরে মিতার সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই। অথচ নদীর এই পাড়ে দাঁড়িয়ে সে এখনও মনে করতে পারে মিতার সাথে কাটানো সেই দিনগুলোর কথা। মিতার হাত ধরে কাটানো সময়গুলোর কথা। তারা একসঙ্গে নদীর পাড় ধরে হেঁটে হেঁটে কত কথা বলেছে এক সময়। আর আজ মিতা যেনো তার কাছে এক ধোঁয়াশা হয়ে আছে।

চৈত্রের কোনো এক বিকালে একদিন মিতা এসে তাকে বলেছিলো, "প্রতুল, আমি শহরে চলে যাচ্ছি। সেখানে কলেজে পড়বো। তুমি নিজের খেয়াল রেখো আর ভালো থেকো।" প্রতুল শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার মনটা ভেঙে গিয়েছিলো। তার অন্তরের ভেতরে তখন যেনো কেউ হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করছিলো। মিতা যেনো ছায়ার মতো সঙ্গী হয়ে এসে আবার কালবৈশাখী ঝড়ের মতো তার জীবন থেকে সরে গিয়েছিলো।

তিস্তার পাড়ে বসবাস করা মানুষগুলোর জীবন যেনো নদীর জলের মতোই। কখনও শান্ত, কখনও উত্তাল। কৃষকেরা এই নদীর পানি দিয়েই ফসল ফলায়। জেলেরা নদীতে মাছ ধরে। নদীই তাদের জীবিকার উৎস। তাদের বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন। বন্যার সময় যখন নদী ভয়ংকর রূপ ধারণ করে, তখনও তারা তিস্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাদের বিশ্বাস, নদী যেমন জীবন দেয়, তেমনই একদিন তা ফিরিয়েও নেয়।

প্রতুলের মা মাঝে মাঝে নদীর পাড়ে যায়। সেখানে বসে তিনি প্রতুলের বাবার কথা ভাবেন। তার মনে পড়ে সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা। যখন প্রতুলের বাবা নৌকায় চড়ে নদীর বুকে মাছ ধরতে যেতো। সে সব দিনগুলো যেনো তার কাছে আজ স্বপ্নের মতো মনে হয়। অতীতের বয়ে যাওয়া সোনালী দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতেই তার চোখ দুটো জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। প্রতুলের মায়ের একান্ত বিশ্বাস, তার স্বামী মনে হয় মারা যায় নি। সে একদিন আবার ফিরে আসবে। এই তিস্তার পাড়ে। তাদের মাঝে। যেখান থেকে তিস্তা একদিন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এজন্য তিনি প্রায়ই তিস্তার পাড়ে যান। স্বামীর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে।

কিন্তু যে নদী তার স্বামীকে আজ এতো বছর আগে নিয়ে গেছে, সে কি আর ফিরে আসবে? সে কি এখনো বেঁচে আছে? সে যদি বেঁচেই থাকতো, তাহলে সে তো আরো আগেই ফিরে আসতো।

নদী গর্ভে একবার যে হারিয়ে যায়, সে কি আর কখনো ফিরে আসে?

ভাদ্র মাসের একদিন সকালে প্রতুল নদীর তীরে তার নৌকা প্রস্তুত করছিলো। তখন সে দেখতে পায়, একজন অচেনা লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটার পরনে সাদা পাঞ্জাবি। চোখের মণি গাঢ় কালো। আর সেই সাথে চোখে যেনো উৎসুক দৃষ্টি। প্রতুল লোকটির দিকে তাকিয়ে রইলো। লোকটি তার কাছে এসে বললো, "আপনি কি প্রতুল?"

প্রতুল বললো, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে?"

লোকটি তার পরিচয় দিলো, "আমি শহর থেকে এসেছি। মিতার ফুপাতো ভাই। ও আমাকে আপনার কথা বলেছে।"

প্রতুল অবাক হলো।

মিতা তার কথা এখনও মনে রেখেছে!

কতদিন হয়ে গেছে। মিতা শহরে চলে গেছে। সে আর কখনও প্রতুলের সাথে যোগাযোগ করেনি। লোকটি জানালো যে, মিতা গ্রামে ফিরে এসেছে। কিন্তু সে খুব অসুস্থ। সে মনে হয় বেশিদিন বাঁচবে না। মিতা প্রতুল কে একবার দেখতে চায়।

প্রতুল স্তব্ধ হয়ে গেল।

তার কাছে মনে হলো, পৃথিবীটা যেনো থেমে গেছে। তিস্তার পাড়ে দাঁড়িয়ে তার কাছে মনে হয়, এই নদীর পাড়ে জন্ম নেওয়াটাই মনে হয় তার বড় পাপ। বাবা কে হারিয়েছে ছোটবেলায়। একে একে কতজন কে হারিয়েছে সে। চেনা - অজানা কতজন।

তাহলে মিতাও কি তার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে? আর কিছু ভাবতে পারে না প্রতুল। তার গা শিউরে উঠে।

প্রতুল মিতার বাড়ি যায় তাকে দেখতে। মিতার মা মিতাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। মিতার বাড়িতে সদস্য বলতে শুধু সে, ছোট এক বোন আর তার মা। তাদের অবস্থা এক সময় ভালো ছিলো। কিন্তু দৈন্যতা তাদেরকেও এখন গ্রাস করে ফেলেছে। খুব কষ্টে তাদের দিন চলেছে। প্রতুল তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে চেষ্টা করে।

দিন যায় রাত আসে। প্রতুল শুধু মিতার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করতে থাকে। মিতার অসুস্থতা যেনো প্রতুলকে বেশি অস্থির করে তোলে।

উত্তরী হিমেল হাওয়া, শান্ত নদীর নীরবতা, গাছপালার পত্রপল্লব ঝড়া পাতার ফিসফিস, ঝর্ণার মিতালী, পাখির কলকাকলি আর অদূর গ্রামের নিস্তব্ধতা প্রতুলকে আরও মুগ্ধ করে তোলে। অনুভূতির কোটরে বারবার আঘাত করে স্মৃতিকাতর করে তুলে।

প্রতিদিন একবার করে মিতাকে দেখতে যায় প্রতুল। তার খোঁজ-খবর নেয়। মিতা কোনো প্রয়োজনে ডাকলে তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটে যায়।

একদিন সন্ধ্যার দিকে মিতাকে দেখতে গেছে। গিয়ে দেখে মিতার অবস্থা খুবই খারাপ। আগের থেকে মিতা আরো বেশি শুকিয়ে গেছে। কিছুই খেতে পারে না ঠিক মতো। গায়ে তার প্রচন্ড জ্বর। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে। মিতাকে একজন ডাক্তার দেখানো খুবই জরুরী। মিতার মা মিতার পাশে বসে তার সেবাযত্ন করছে। ডাক্তার ডাকার মতো কেউ নেই।

প্রতুল ডাক্তার আনতে চলে যায়। ডাক্তার এসে মিতার অবস্থা দেখে বলে মিতার অবস্থা আগের থেকে আরো বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। তিনি বলেন, মিতার বাঁচার আশা দিন দিন যেনো কমে যাচ্ছে। তিনি মিতার মাকে বলেন- "আল্লাহ কে ডাকুন। তিনিই একমাত্র ভরসা। তিনি যদি মিতাকে সুস্থ করেন, তাহলেই একমাত্র মিতা সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। তা নাহলে এখন আমাদের আর করার কিছুই নেই।

ডাক্তারের কথা শুনে প্রতুল বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। মুখ থেকে কোনো শব্দ বের করতে পারে না। কথা আটকে যায় তার। মিতা শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কি যেনো দেখতে থাকে সারাক্ষণ। তার চোখের কোণ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। হয়তো নিজের মৃত্যু আসন্ন দেখে। হয়তো সে সবার দৃষ্টির অগোচরে তার মৃত্যকে দেখতে পায়। কাউকে কিছুই বলে না সে। শুধু সবাইকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

মিতার মায়ের বুক ফেটে যায়। মেয়ের কষ্ট সহ্য করতে পারেন না তিনি। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে শুধু কান্না করেন আর আল্লাহ কে ডাকেন।

নিজের প্রাণের বিনিময়েও তিনি মেয়েকে সুস্থ দেখতে চান। মেয়ের সুস্থতার জন্য তিনি আল্লাহর দরগায় নানান মানত করেন। মেয়ের কল্যাণের জন্য কোনো কিছু করতে বাদ দেন না তিনি।

দিন কাটতে থাকে।

এমন করেই কেটে যায় অনেকগুলো দিন।

প্রতুলের ছোট আরো তিনজন ভাইবোন আছে। দুই বোন আর এক ছোট ভাই। নিজে বেশি পড়াশোনা করতে না পারলেও প্রতুল ছোট ভাইবোনদের ঠিকই পড়াশোনা করায়। শত কষ্ট হলেও সে থামে না। হাল ছাড়ে না। বয়সের অভিজ্ঞতা তাকে নতুন উদ্যমে কাজ করতে শেখায়।

বয়সের কোঠায় দুই যুগের কিঞ্চিত বেশি পেরিয়েছে প্রতুল। জীবনটা বড়ই আশ্চর্যের মনে হয় তার কাছে। কোথায় দিয়ে সময়গুলো কেটে গেছে, কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সে। এই তো সেদিন হাফ প্যান্ট ছেড়ে সবেমাত্র কৈশোরে পা দিয়েছে বলে তার কাছে মনে হয়। কিন্তু কোথায় দিয়ে যে এতোগুলো দিন কেটে গেলো, টেরই পায় নি যেনো। নদীর স্রোতের মতোই নিরন্তর বয়ে গেছে সময়।

বসন্তকাল এসে গেছে।

প্রকৃতিতে নতুনের আগমন ঘটেছে। আর নতুনকে বরণ করে নিতে প্রকৃতিও যেনো নতুন করে সেজে উঠেছে।

প্রতুল মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে ঘাটের দিকে চলেছে।

তার বাড়ি থেকে ঘাঁট বেশি দূরে নয়। বাড়ির উঠান পেরোলে রহিম শেখের বাড়ি। রহিম শেখের বাড়ির পূর্ব পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে নদীর দিকে। নয়-দশ বাড়ি পরে কুতুব মুন্সির তাল পুকুর। পুকুরটির চারপাশ তালগাছ দিয়ে ঘেরা। এজন্য পুকুরটির নাম তালপুকুর। এই পুকুর থেকে দুই মিনিটের মতো হাঁটলে নদীর ঘাট।

প্রতুল রাস্তাঘাটের চারপাশ দেখতে দেখতে যাচ্ছিলো। তার কাছে সবই যেনো নতুন লাগে। মনে হয় এগুলো সে আজই নতুন দেখছে। এ গ্রামে সে যেনো এক নতুন অতিথি। রাস্তার দুই পাশের গাছগুলো মনের ভেতরে চিত্রপটে ছবি আঁকতে আঁকতে সে ঘাটে পৌঁছে যায়।

ঘাটে পৌঁছে দেখে তার নৌকা পানিতে ডুবানো। ছোট ছেলেমেয়েরা আজও নিশ্চয় তার নৌকা নিয়ে নদীতে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর এখানে এনে বেঁধে যাওয়ার সময় ডুবিয়ে দিয়ে গেছে। ঘাটে কেউ না থাকলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝেই তার নৌকা নিয়ে নদীতে ভেসে বেড়ায়। তারপরে যাওয়ার আগে এমন করে অর্ধেক ডুবিয়ে দিয়ে যায়। ঘাটের কিনারে এই জায়গাটিতে গভীরতা কম বলে নৌকা পুরোপুরি ডুবানো যায় না। এজন্যই অর্ধেক ডুবানো অবস্থায় থাকে।

মাঝে মাঝে প্রতুলের চোখে পড়ে। ছেলেমেয়েরা তখন ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। প্রতুল একটু আধটু ধমক দিলেও তেমন কিছু বলে না। ছোটবেলায় সে ও তার বন্ধুরা এমন কতো দুষ্টুমি করেছে। সেই স্মৃতি মনে পড়তেই বেদনাতুর হয়ে পড়ে। এসব স্মৃতি মনে করেই সে তাদেরকে তেমন কিছু বলে না।

প্রতুল ডুবে যাওয়া নৌকা উদ্ধার করতে নেমে পড়ে।

নৌকা উদ্ধার কার্য চালাতে গিয়ে প্রতুল বিড়বিড় করে একটা গান গাইছিলো। গান গাইতে গাইতে অর্ধ - ডুবন্ত নৌকা উদ্ধার করতে গিয়ে প্রতুলের মনে কি এক চিন্তার উদয় হয়। গভীর এক চিন্তার সাগরে ডুবে যায় সে।

সে ভাবছিলো তার মৃত বাবার কথা। ভাবছিলো তার মৃত দাদার কথা, কাকার কথা। আর সেই সাথে মিতার কথা।

মিতা!

হ্যাঁ মিতা। প্রতুল ভাবছিলো, তার জীবনটাও কি এই নৌকার মতোই অর্ধেক ডুবে যাবে? একজন মানুষ যদি পুরোপুরি ডুবে যায়; তাহলে সে আর বাঁচে না। মরে গিয়ে সে হয়তো জীবন নামের এক মহাযন্ত্রণা থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু একজন অর্ধ ডুবন্ত মানুষ কি বাঁচতে পারে?

অনেক উত্তরই প্রতুলের মাথায় আসে। কিন্তু তার মধ্যে সঠিক উত্তর খুঁজে পায় না সে। পরে ভাবে, হয়তো পারে।

একজন অর্ধ ডুবন্ত মানুষ বাঁচলেও বাঁচতে পারে। কিন্তু সে পারবে না। মিতাকে ছাড়া তার জীবন দিকহারা ডুবন্ত এক তরীর মতোই। মিতাকে ছাড়া সে জীবন নামের অতল গহ্বরে ডুবে যাবে। এক অপার্থিব জগতের অন্ধকারে।

কিন্তু মিতা! সে কি এখনো বেঁচে আছে? প্রতুলের জীবনকে সাজাতে মিতা কি তবে আর এ জগতে নেই?

বিষন্নতায় ছেয়ে যায় প্রতুলের মুখ। পুরোনো দিনের কথা মনে পড়তেই তার চোখেমুখে যেনো অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

মনে নানান চিন্তা করতে করতে প্রতুলের নৌকা উদ্ধার করা শেষ হয়ে যায়। এখনি নৌকা নিয়ে ভেসে পড়বে নদীর বুকে। যে নদী তার ছোট্টবেলা থেকে মিশে রয়েছে অন্তরে, মনেপ্রাণে, দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে, শিরা-উপশিরায়। তার অস্তিত্বে।

ঘাট থেকে নদীতে নৌকা ভাসাতে যাবে, এমন সময় পিছন থেকে কে যেনো প্রতুলের কাঁধে হাত রাখে। খানিকটা ভয় পেয়ে যায় প্রতুল।

কে?- বলেই সে পিছন ফিরে তাকায়।

ভয় পাইয়ো না। আমি। প্রতুলের কথার প্রত্যুত্তর আসে।

প্রতুল অবাক হয়ে যায়। সহসা উত্তর দিতে পারে না।

তোমার নায়ে আমারে নিবা নি মাঝি? আবার প্রতুলের দিকে প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দেয়।

এবার প্রতুলের মুখে হাসি ফুটে উঠে। সুখের হাসি। তৃপ্তির হাসি। মধুর হাসি।

মিতা দাঁড়িয়ে আছে প্রতুলের সামনে। সে এখন পুরোপুরি সুস্থ। আল্লাহ মিতার মায়ের দোয়া হয়তো কবুল করেছেন।

সন্তানের জন্য মায়ের চোখের জল মিশ্রিত কাকুতি কি আল্লাহ ফেলতে পারেন?

হ, নিমু তোমারে। চলো নায়ে যাইয়া বহো।

দুইজনে নৌকা নিয়ে তিস্তার জলে ঘুরে বেড়ায়। মিতা হাত দিয়ে নদীর পানি ছিটিয়ে খেলা করে। আর প্রতুলের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসে। প্রতুলও এবার মিতার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দেয়।

তবে ওদের এ হাসি কি এমনি নিছক?

এ হাসি ওদের মধুর মিলনের। কারন সামনের বৈশাখ মাসে তাদের বিয়ে।